॥ দলবৃত্তরীতির বৈশিষ্ট্য ॥

• **সংজ্ঞা:** কথ্য ছন্দের যে রীতিতে দলের মাত্রার সংখ্যা সমান থাকে অর্থাৎ মুক্তদল নির্বিশেষে দল হিসেবে এক মাত্রার উচ্চারণ পায় এবং দুই পর্বের মধ্যে সমান ব্যবধান বজায় রাখার প্রবণতা থাকে তাকে বলে দলবৃত্ত রীতি।

• **নামকরণ:** লৌকিক ছন্দের অনুসারী এই রীতিকে রবীন্দ্রনাথ হলেন্দ্রিয়ের 'অক্ষরবৃত্ত' বিপরীত নামের 'মাত্রিক' বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'দিল্লা' এই দুটির অবিকল হলে প্রথম পর্বে এই রীতিটির নাম দেন 'অক্ষরবৃত্ত', অন্যদিকে মুসলমানি ছন্দটির নাম দেন 'মুসলমানি দলিল ছন্দ'। তার পরে প্রবোধচন্দ্র সেন এই রীতিটির মাত্রা দল ও মাত্রার সমান সম্বন্ধ আবিষ্কার করে এর নতুন নাম দেন 'দলবৃত্ত'।

• **মাত্রিক বৈশিষ্ট্য:**

① দলবৃত্ত রীতিতে অক্ষরদল ও মুক্তদল ২মাত্রার মূল্য পায়। যেমন,
'সোনামণি ধন / কাদের ঘরের // বউ কুড়ি ডাই / মনুষ্যজন্ম I (৪+৪) (৪+২)

② দুই-এক মাত্রিকও তার দলের বা তার মাত্রার হয়ে থাকে। যেমন,
দুলের গন্ধে / ঘুম আসেনা // বকুল চেয়ে / রই I (৪+৪) (৪+২)
মাগো আমার / কোলের কাছে // কখনো ছিলি / কই I (৪+৪) (৪+২)

③ তার মাত্রা ছাড়াও দুই, তিন, চার ও পাঁচ মাত্রা যেখানে দুই-এক মাত্রার সংযোগ হতে পারে, পাঁচ মাত্রার দুই-এক এখানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ক্রমানুসারে দুই-তিন, চার মাত্রার এক বর্তমানে খুব অপ্রচলিত —
যেমন, 'রাগ করে মাথায় আমার / আমি তার মাথায় চড়ি' I (৪+২)

④ অতি-পর্বের উপরান্ত এই রীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন—
রামপ্রসাদ বলে / উঠে মেলায় // ঘণ্টার তাই / ২লা। I ২+(৪+৪) (৪+২)

• **ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য:**

⑤ দলবৃত্তরীতিতে মুক্তদল সাধারণ ২মাত্রার, কিন্তু কখনো কখনো তালের কারণে খণ্ডিত হয়ে মুক্তদল ২মাত্রার আসন লাভ করে, কিন্তু এটি দলবৃত্তের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়। যেমন,
চলি চলি / যা যা // দিন চলি / যায় I (৪+৪) (৪+২)

'যা যা' মুক্তদল দুটি তালের কারণে খণ্ডিত হয়ে ২মাত্রার মূল্য পেয়েছে।

⑥ দলবৃত্ত রীতিতে রুদ্ধদল সাধারণত সংকুচিত হয়ে ১মাত্রার মূল্য পায়, কিন্তু অনুভূতির যোগে রুদ্ধ দল খুব কম অখুশি এই যোগনা কেন তা সাধারণ ২মাত্রার মূল্য পায়। যেমন,
পাড়ের মেয়ে / ছিলাম ছিপে // পাড়ের ছিপে / রই I (৪+৪) (৪+২)
বাঁধের মাঝে / ঘাটের মাঝে // কোনো কিছুর / নাই I (৪+৪) (৪+২)

⑦ আধুনিক রুদ্ধদলও কখনও কখনও ২মাত্রার মূল্যমান পায়। যেমন—
দুই আগে দুই / অনুকার // মধ্যিখানে / চড়া I (৪+৪) (৪+২)
মধ্যে আছে / একটি হাত // যাতে কমলকুঁড়ি I (৪+৪) (৪+২)

⑧ পর পর তিনটি রুদ্ধদল থাকলে যোগ রুদ্ধদলটি ২ মাত্রার আসন লাভ করে। অথবা পূর্বের যোগ রুদ্ধদলও কখনও কখনও ২মাত্রার হয়। যেমন,
সিন্ধুর দিকে / সিংহল দ্বীপ // কাঞ্চনমালা / দেখা I (৪+৪) (৪+২)

Scanned with CamScanner

• মাত্রাবৃত্ত বৈশিষ্ট্য:

(১) এই রীতিতে ৮ মাত্রার কোনো পূর্ণাঙ্গ গতি হয়না।

(২) মরমবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্তের মত দলবৃত্ত রীতিরও একপর্বী, দ্বিপর্বী (অপূর্ণ/মহাপূর্ণ) ত্রিপর্বী, চৌপর্বী রূপরূপ দেখতে পাওয়া যায়।

দলবৃত্ত অপূর্ণ:

তোমার তোমারই / তোমার মাঝে // তোমার লোকের / ডাকনা I (৪+৪) (৪+২)
৮ // ৬ I
তোমারেরই / রঙ্গরস ও // আপনা ভেবে / আসনা I (৪+৪) (৪+২)
৮ // ৬ I

দলবৃত্ত মহাপূর্ণ:

ডাক মাঝিনার / মই ভুবনে // এসো তোমার / নূতন বাণী / লয়ে I (৪+৪) (৪+৪+২)
৮ // ১০ I
চিরদিন কলে / ডাকত পথিকের // উক্ত মানে / নতুন মানে / হয়ে I (৪+৪) (৪+৪+২)
৮ // ১০ I

Scanned with CamScanner

: কলাবৃত্ত রীতির বৈশিষ্ট্য :

সংজ্ঞা: কলা, দলের যে রীতিতে দল ও মাত্রার প্রতি সমকাল অত্যন্ত স্থির, সকল অতিরিক্ত অর্থাৎ মুক্তদল ৩ মাত্রার ও রুদ্ধদল ২ মাত্রার ওজন পায়, আর যত, আঁক, দুই, সাত মাত্রার বৈশিষ্ট্য বজায় থেকে অসমান পদ ধ্বনিক্রম অবলম্বিত হয়ে ছন্দ বজায় রাখে পদে, তাকে বলে কলাবৃত্ত রীতি।

শ্রেণি বিভাগ: সংস্কৃত - প্রাকৃত - অপভ্রংশের বিভিন্ন ছন্দরূপের বিকাশের মধ্য দিয়ে, বাংলায় কলাবৃত্ত ছন্দোরীতিটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথের কলমে এসে উচ্চমার্গের সাফল্যের শিখরে উঠেছে। রবীন্দ্রপূর্বেও আগে শুধু রুদ্ধদল গুলিই নয়, দীর্ঘস্বরযুক্ত মাত্রাই দুই মাত্রার মূল্য পেয়েছে। সেই সূত্রে আলোচ্য ছন্দরীতিটিকে আমরা দুটি উপপ্রকারে বিভক্ত করতে পারি। প্রাচীন মধ্যযুগের কলাবৃত্তকে 'প্রত্নকলাবৃত্ত' এবং রবীন্দ্র-পরিমার্জিত রীতিটিকে 'কলাবৃত্ত' রূপে চিহ্নিত করতে পারি।

প্রত্নকলাবৃত্তের উদাহরণ:

মানুষ / কাতর / কঠিন কাতর I (৪+৪) (৪+৩)
নেইতে / মাঝুন / অনুন / রুটে I (৪+৪) (৪+৩)

এখানে 'আ' (২মা) এবং 'আ' — ২ কলামাত্রার মূল্য পেয়েছে।

পরিবর্তন বৈশিষ্ট্য:

① দল ও মাত্রার প্রতি সমকাল অতি নির্দিষ্ট বলেই কলাবৃত্তে মুক্তদল ২ মাত্রা রুদ্ধদল ২ মাত্রার মূল্য পায়। যেমন,

কুল খালি / ধান কুল // এই দেশে / দুখে I (৪+৪) (৪+৩)
দুখ দুয়ে / ঘর ঘাড় // ভর হয়ে / বিষে I (৪+৪) (৪+৩)

এখানে মুক্তদল ৩ মাত্রা, রুদ্ধদল ২ মাত্রা।

② পূর্ব পর্ব পরিবর্তিত হয়, আঁক, দুই ও সাত মাত্রার হয়ে থাকে। তবে আঁক ও দুই মাত্রার পূর্ব পর্বের পরিবর্তন অধিক প্রধান। যেমন,

- ৫ মাত্রার পূর্বপর্ব: তোমার কোনো / ধন নেই / মাকু // পিছড় দিয়ে / আঁকড়ে ধর / দুখের I (৫+৫+২) (৫+৫+২)
- ৬ মাত্রার পূর্বপর্ব: মুখিয়া কহিছে / আপনা / সাধ্য মাঝে I (৬+৬+২)
  পূর্ণিমা চাঁদ / যেন মন মানো / রাই I (৬+৬+২)

মাতৃভাষা * মাতৃভাষা * মাতৃভাষা * মাতৃভাষা * মাতৃভাষা * মাতৃভাষা * মাতৃভাষা * মাতৃভাষা * মাতৃভাষা * মাতৃভাষা

Scanned with CamScanner

(৩) মরুবৃত্তের অর্থ মাত্রাবৃত্ত যুক্তদলের প্রাধান্য, তবে কোনো কোনো কবি কখনো কখনো ঝদ্ধদলের বেশি ব্যবহার করে বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন। যেমন,

হর হর / হর হর // হর হর / হর হর I (৪+৪) (৪+৪)
ধর ধর / ধীর ধর // তরাতরি / নিটর I (৪+৪) (৪+৪)

(৪) দলবৃত্তের মত মরুবৃত্তেও অতিপর্বের ব্যবহার লক্ষিত হয়, তবে মরুবৃত্তে অতিপর্বের ব্যবহার বৈচিত্র্যপূর্ণ। দুই মাত্রা, তিনমাত্রা চার মাত্রা এমন অতিপর্বের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। যেমন,

তবু / দুনোর শুরে / আঁধারা আঁধে / আঁধলী I ২+(৫+৫+৩)

(৫) দলবৃত্তের মত 'শ্বাসাঘাত' প্রায় থাকেনা মরুবৃত্তে। কারণ এই রীতির প্রধান সমস্যায় দু মাত্রার ওজন আর এবং সমাত দলের প্রতি সমর্থক অতি-নির্ভরশীল।

(৬) মরুবৃত্তের ধ্বনি-ভাবে নিরিক্ষণ মেজাজ আছে মনের দীপ্ত অভ্যন্তর আলোড়ন উপযোগী হয়নি এই ছন্দটি।

প্রতিকূল বৈশিষ্ট্য:

(৭) ঝদ্ধদলের মাত্রিক সমান্তর অর্থাৎ 'নিত্য দ্বিমাত্রিকতা' মরুবৃত্তের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কখনো কখনো কবিরা ছন্দের এই নীতি লঙ্ঘন করেন। যেমন,

এখনি তবে / শুভাত হবে // জাগিবে বিশ্ব, জাগ I (৫+৫) (৫+২)

এখানে 'রুদ্র' ঝদ্ধদলটি মরুকৃত হয়ে ১মাত্রার মূল্য পেয়েছে।

(৮) অনেক সময় দেখা যায় মরুবৃত্তে নিয়মিত ত্রাণটি কোনো গদ্য কবিতাতে এর ন মুখের সুখেরা খণ্ডগতিকে দেখে বেশী প্রমাণিত হয়ে যায়। ঝদ্ধদলের মেই অতিপ্রমাণ খুব বেশি লক্ষিত হয়না বাংলা কবিতায়। যেমন,

এক হেরেক / এক হেরেক // এক হেরেক / হে ভগবান I (১+১) (১+১)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

(৯) অন্যান্য দুই রীতির মত মরুবৃত্তেরও একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী দেখা যায়।

মরুবৃত্ত পয়ার:

বলিছে সোনার পাখি // দিক দিক / দিক I (৪+৪) (৪+২) ৮//১ I
ঘুম ভাঙ্গে কি ফিরে আসে // কবে সেই / দিন I (৪+৪) (৪+২) ৮//১ I

মরুবৃত্ত মহাপয়ার:

সমুখে অজানা পথ // সঙ্গিহীন / মেলে দেয় / দুটি I (৪+৪) (৪+৪+২)
মেঘ ঘন্ত্রণা কালে // ঘন্ত্রণা / অন্ধকার / দুটি I (৪+৪) (৪+৪+২)
৮//১০ I

—০—

Scanned with CamScanner